খিলাফাহ ঘোষিত হয়েছে

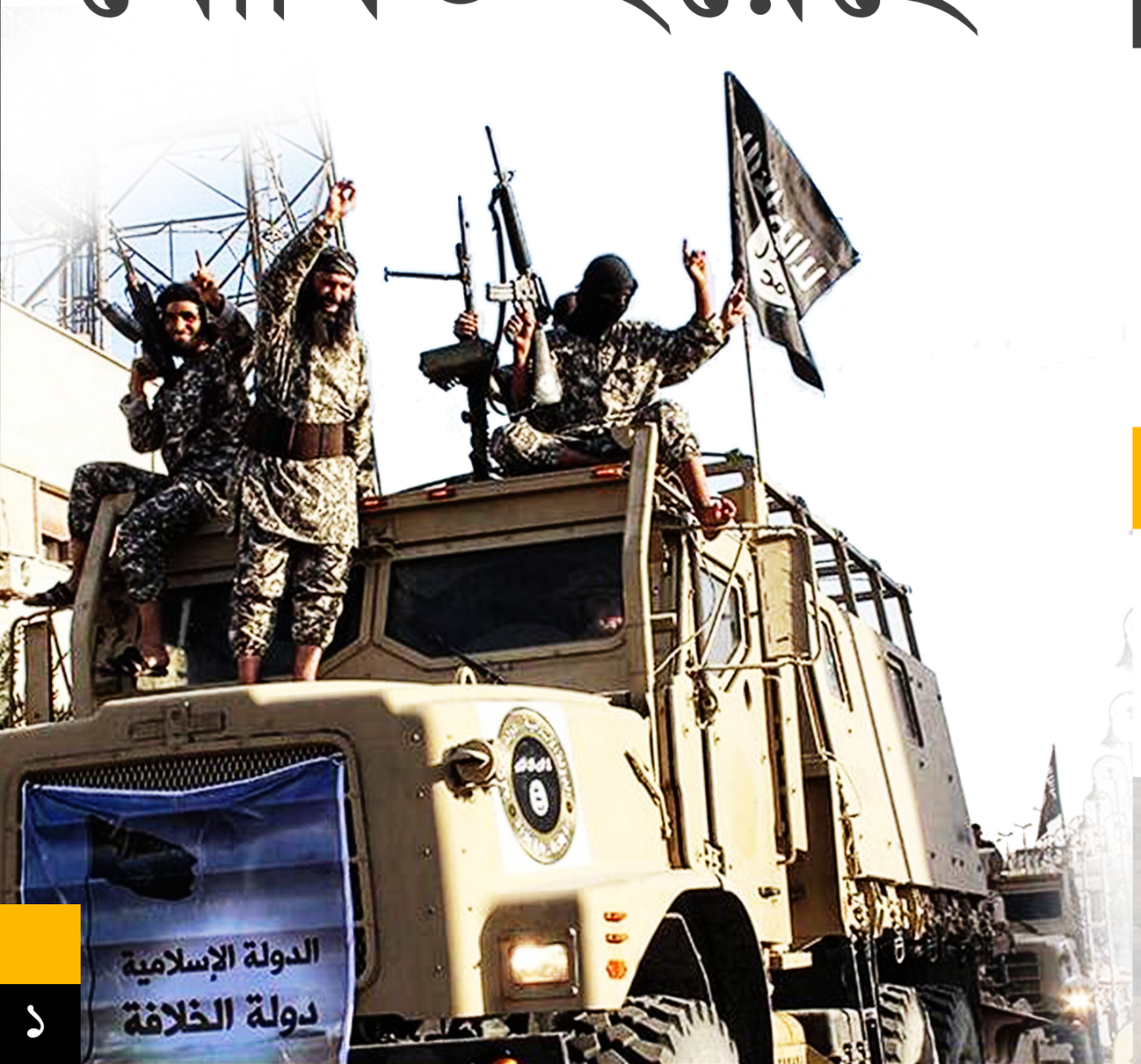

পহেলা রামাদান ১৪৩৫ হিজরি, খিলাফাহ'র প্রবর্তনের ঘোষণা দেন দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র, শায়খ আবু মোহাম্মাদ আল-আদনানী আশ-শামী (হাফিযাহুল্লাহ)।

এই সুখবরের পর পরই আমিরুল-মু'মিনিন আবু বাকর আল-হুসাইনী আল-কুরাইশী আল-বাগদাদী (নাসারাহুল্লাহ)-এর অফিসিয়াল বক্তব্য প্রকাশিত হয়।

এই ঘোষণার ফলে দাওলাতুল ইসলামের রাস্তায় রাস্তায় নেমে আসে ঈমানী আনন্দ-আহ্লাদের ঢল। আল্লাহ যেন মুসলিম উম্মাহর অন্তরগুলো বিজয়ের সু-সংবাদের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত রাখেন, আর তাদেরকে যেন ধাবিত করেন তাঁর রসূল মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর আনুগত্যের দিকে- জান্নাতের পথে।

নিচে দুই বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ:

মুসলিম উম্মাহর জন্য খুশির বার্তা

আমিরুল মু'মিনিন বলেছেনঃ "ওহে সর্বত্রে থাকা মুসলিমগণ, আপনাদের জন্য খুশির খবর, সু-প্রত্যাশা করুন। আজ আপনারা আপনাদের মাথা উঁচু করুন। আপনাদের আজ একটা রাষ্ট্র আছে, আছে খিলাফাহ; যা আপনাদের মর্যাদা, ক্ষমতা, অধিকার এবং আপনাদের নেতৃত্ব ফিরিয়ে দেবে।

এটা এমন এক রাষ্ট্র, যেখানে একজন আরব-অনারব, সাদা-কালো, প্রাচ্যের বা পশ্চিমের লোক সবাই ভাই ভাই।

এই খিলাফাহ একত্রিত করেছে ককেশিয়ান, ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, শামী, ইরাকী, ইয়েমেনি, মিশরী, মাগরিবি (উত্তর আফ্রিকান), আমেরিকান, ফরাসি, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়ান সবাইকে। আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে একত্রিত করেছেন এবং এভাবে তারা আল্লাহর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেছেন, তারা একে অপরকে ভালোবাসেন একমাত্র আল্লাহর জন্য; একই পরিখায় দাঁড়িয়ে তারা একে অপরকে পাহারা দেন, রক্ষা করেন এবং একে অপরের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেন।

তাদের রক্ত মিশে এক হয়ে গিয়েছে; একই তাঁবুতে, একই পতাকাতলে এবং একই লক্ষ্যে, তারা ঈমানী ভ্রাতৃত্বের এই বরকত উপভোগ করছেন।

যদি রাজারা এই বরকতের স্বাদ আস্বাদন করত, তাহলে তারা এই অনুগ্রহ লাভ করার জন্য তাদের রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে -এর জন্য যুদ্ধ করত। তাই সকল প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

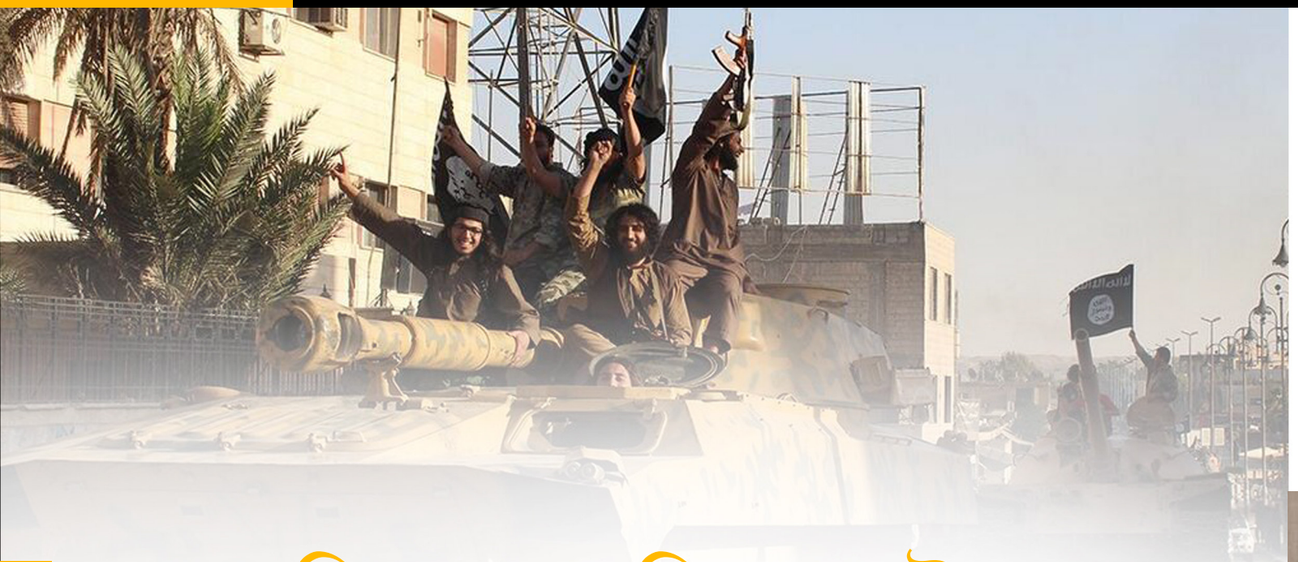

মুসলিমদের শক্তি ও গৌরবের এক নতুন যুগ এসেছে

আমিরুল-মু'মিনিন বলেছেনঃ

"অচিরেই আল্লাহর আদেশে এমন এক দিন আসবে যখন মুসলিমরা সবখানে চলাফেরা করবে শাসকের মতো; সম্মানের সাথে, গর্ব ভরে, মাথা উঁচু করে এবং আত্ম-মর্যাদা রক্ষিত অবস্থায়।

কেউ তার সাথে অন্যায় করলে তাকে শায়েস্তা করা হবে এবং যে হাত তার ক্ষতি করার জন্য এগিয়ে আসবে, তা কেটে ফেলা হবে।

অতঃপর; সারা পৃথিবী জেনে নিক যে, আমরা এখন এক নতুন যুগে বাস করছি।

যে উদাসীন ছিল, সে যেন সচেতন হয়ে যায়। যে ঘুমিয়ে ছিল, সে যেন এখন জেগে ওঠে। যে ধাক্কা খেয়েছিল এবং অবাক হয়েছিল, সে যেন অনুধাবন করে। আজ মুসলিমদের এক জোরালো, বজ্রধ্বনিত আওয়াজ আছে; আছে শক্তিশালী বুট।

তাদের কথা এখন সারা বিশ্ব শুনবে এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থ বুঝবে। তাদের এই বুট জুতো জাতীয়তাবাদের মূর্তিকে পদদলিত করে দেবে, ধ্বংস করে দেবে গণতন্ত্রের মূর্তিকে এবং -এর প্রতারণার মুখোশ উন্মোচন করে দেবে।"

শায়খ আবু মোহাম্মাদ আল-আদনানী বলেছেনঃ

"যারা লাঞ্ছনার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল, অপমানের গ্লানিতে পালিত হয়ে আসছিল এবং সবচেয়ে জঘন্যতম ব্যক্তিদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল; সে সকল প্রজন্মের জন্য জেগে উঠার সময় এসেছে, অবজ্ঞা-অবহেলার আঁধারের দীর্ঘ নিদ্রার পর।

মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর উম্মাহর জন্য সময় এসেছে ঘুম থেকে জাগ্রত হবার, অসম্মানের পোশাক খুলে ফেলবার, অপমান এবং লাঞ্ছনার ধুলো-বালি ঝেড়ে ফেলবার। কারণ বিলাপ ও ক্রন্দনের যুগ চলে গিয়েছে এবং নতুন করে গৌরবের ভোর উদিত হয়েছে।

জিহাদের সূর্য উদিত হয়েছে। ভালো কিছুর খুশির সংবাদ শুধু জ্বলজ্বল করছে। দিগন্তে বিজয় কড়া নাড়ছে। বিজয়ের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে।"

পৃথিবী দুটো শিবিরে বিভক্ত হয়েছে

আমিরুল-মু'মিনিন বলেনঃ
"ওহে মুসলিম উম্মাহ, প্রকৃতপক্ষে আজ পৃথিবী দুটো শিবির এবং দুটো পরিখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, যার তৃতীয় কোন শিবির নেইঃ

একদিকে ইসলাম ও ঈমানের শিবির, অন্যদিকে কুফর ও নিফাকের শিবির। সবখানেই আছে একদিকে মুসলিম ও মুজাহিদিনদের শিবির, আর অপরদিকে আছে ইহুদি, ক্রুসেডার, তাদের মিত্র এবং তাদের সাথে বাকি জাতিগুলো ও কুফরি ধর্মের শিবির; এরা সকলে আমেরিকা ও রাশিয়া দ্বারা পরিচালিত এবং ইহুদিদের দ্বারা যুদ্ধের জন্য সমবেত।"

হিজরতের দিকে আহবান

আমিরুল-মু'মিনিন বলেনঃ
"সুতরাং হে মুসলিমগণ, আপনারা দ্রুততার সাথে আপনাদের রাষ্ট্রে আসুন । হ্যাঁ, এটা আপনাদেরই রাষ্ট্র। ছুটে আসুন (আপনাদের রাষ্ট্রের দিকে), কেননা সিরিয়া শুধু সিরিয়ানদের জন্য নয় এবং ইরাক শুধু ইরাকীদের জন্য নয়।

এই পৃথিবী হচ্ছে আল্লাহর। {নিশ্চয় এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।} [আল-আ'রাফঃ ১২৮]

এই রাষ্ট্র সকল মুসলিমদের জন্য। এই ভূমি সকল মুসলিমদের জন্য, সকল মুসলিমদের জন্য। ওহে সর্বত্রে থাকা মুসলিমগণ, যে দাওলাতুল ইসলামে হিজরত করতে সক্ষম, সে যেন তা করে, কারণ ইসলামের ভূমিতে হিজরত করা আবশ্যক"।

সকল মুসলিম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উলামা ও বিশেষজ্ঞদের প্রতি আহবান

আমিরুল-মু'মিনিন বলেন:
"আমরা বিশেষ ভাবে আহবান করছি উলামা, ফুকাহা (ইসলামি আইন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ), দাঈ'। বিশেষ করে কাজী, সামরিক, প্রশাসনিক ও পরিসেবায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের, যেকোনো বিভাগে এবং যেকোনো বিষয়ে অভিজ্ঞ মেডিক্যাল ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের।

আমরা তাদেরকে আহবান করছি এবং আল্লাহকে ভয় করার বিষয়টি মনে করিয়ে দিচ্ছি, যাতে তারা মুসলিমদের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে সাড়া দিতে পারেন। কেননা তাদের জন্য হিজরত করা ফারদে আইন (ব্যক্তিগতভাবে ফরয)। লোকজন তাদের দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে, কে তাদের শিক্ষা দিবে এবং কে তাদের বুঝতে সাহায্য করবে।

তাই আল্লাহকে ভয় করুন, ওহে আল্লাহর বান্দারা।